বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা -১২০৭।
www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৫০২.২৭.০২২.১৯. ১৪৮ তারিখঃ ২৭/০২/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা ঃ মৌলভীবাজার ।

বিষয় ঃ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার লাংলিয়াছড়া রাবার ড্যাম (এসপি নং-৩৩০৫৩) পাবসস লিঃ এর মাধ্যমে পানি বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ গত ২১/০২/২০২৩ ইং তারিখে দৈনিক মানবজমিন এ প্রকাশিত প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার লাংলিয়াছড়া রাবার ড্যাম(এসপি নং-৩৩০৫৩) পাবসস লিঃ এর মাধ্যমে পানির অসম বন্টনের বিষয়ে গত ২১/০২/২০২৩ ইং তারিখে দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাবার ড্যামের ফলে ডাউনস্ট্রিম/ আপস্ট্রিমের উপকৃত এলাকায় যথাযথভাবে পানি বন্টন হচ্ছেনা। রাবার ড্যামের সুফল যাতে জনগন পায় তার জন্য পানি বন্টন ব্যবস্থাপনা উন্নততর করতে নিম্নোক্ত বিষয় প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

- রাবার ড্যাম/ পানি ধারন এলাকার Up Stream ও Down Stream এ পানির প্রবাহ এবং জীব-বৈচিত্র রক্ষার জন্য সর্বদা Environmental Flow (20%~30%) পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতের জন্য "পানি বিধিমালা-২০১৮" (পানি বিধিমালা-১৮ এর অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬ অনুসরনীয়) এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার অর্থাৎ শ্রীমঙ্গল, সদর ও রাজনগর উপজেলার সংশ্লিষ্ট পাবসস অথবা অন্য কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার গনের সমন্বয় যৌথ সভায় পারস্পারিক সোহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বন্টন ব্যবস্থাপনা উন্নততর করতে ও পানি মজুদ করনে কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রনে সমন্বয় সভা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল। অতঃপর গৃহীত ব্যবস্থার রেজুলেশনসহ রিপোর্ট নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ ১। পেপার কাটিং-৪(চার) পাতা।
২। পানি বিধিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ-৪(চার) পাতা।

২৭/২/২০২৩

(শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(ওএন্ডএম)(অঃদাঃ)
ফোনঃ ০২-৫৫০০৬৭৪৯
email: se.iwrm.onm@lged.gov.bd

২৭/০২/২০২৩

অনুলিপি ঃ (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। প্রধান প্রকৌশলী ,এলজিইডি, ঢাকা ।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(পিএন্ডডি), আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট ।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলাঃ শ্রীমঙ্গল, সদর ও রাজনগর, জেলা ঃ মৌলভীবাজার ।
৭। উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলাঃ শ্রীমঙ্গল, সদর ও রাজনগর, জেলা ঃ মৌলভীবাজার (উপরোক্ত বিষয় অনুসরন পূর্বক পাবসসের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হল)।
৮। সভাপতি/সম্পাদক. লাংলিয়াছড়া রাবার ড্যাম পাবসস লিঃ। তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হল।

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
জেলা ঃ মৌলভীবাজার ।
www.lged.gov.bd

মুজিব ১০০

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.৫৮০০.০০০.১৬.১১৪.১৮-১৫৫৭ তারিখ ঃ ০৫/০৩/২০২৩

প্রতি

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওএন্ডএম)(অঃদাঃ)
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭ ।

বিষয় ঃ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমংগল উপজেলাধীন লাংলিয়াছড়া ও রাবার ড্যাম (এসপি নং-৩৩০৫৩) পাবসস লিঃ এর মাধ্যমে পানি বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহন প্রসংগে ।

সূত্র ঃ- ০১। স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৫০২.২৭.০২২.১৯-১৪৮ তারিখ ঃ ২৭-০২-২০২৩ খ্রিঃ
০২। স্মারক নং-৪৬.০২.৫৮৮৩.০০০.১৪.০৮৫.২২.১৬০ তারিখ ঃ ০২-০৩-২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ ০১ নং স্মারক পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রীমংগল উপজেলাধীন লাংলিয়াছড়া ও রাবার ড্যাম (এসপি নং-৩৩০৫৩) পাবসস লিঃ এর মাধ্যমে পানি বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পর্কিত অগ্রগতির পর্যালোচনার সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী সূত্রস্থ ০২ নং স্মারকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে দাখিল করেছেন । দাখিলকৃত সভার কার্যবিবরণী সদয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমেত্তে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত ঃ ০১। সভার কার্যবিবরণী -০২(দুই) ফর্দ
০২। পর্যালেচনার সভার উপস্থিতির হাজিরা সীট ০২(দুই) ফর্দ

০৫/০৩/২০২৩
(আহমেদ আব্দুল্লাহ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ফোন ঃ ০৮৬১-৬২৮০২
ই-মেইল ঃxen.moulvibazar@lged.gov.bd

০৫/০৩/২০২৩

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য-
০১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা ।
০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (IWRM), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা ।
০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট বিভাগ,সিলেট ।
০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(পিএন্ডডি),আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা ।
০৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট ।
অনুলিপি ঃ অবগতির জন্য-
০৬। উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা ঃ শ্রীমংগল, মৌলভীবাজার ।
০৭। অফিস কপি ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
www.lged.gov.bd

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

Sr. AE 02/03/23
AE
Socio

স্মারক নং- ৪৬.০২.৫৮৮৩.০০০.১৪.০৮৫.২২. ১৬০ তারিখ : ০২/০৩/২০২৩ইং

বিষয় : মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার লাংলিয়াছড়া ও রাবার ড্যাম (এসপি নং-৩৩০৫৩) পাবসস লিঃ এর মাধ্যমে পানি বন্টনের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

02/06/2026

সূত্র : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওএন্ডএম), এলজিইডি, ঢাকা, মহো মহোদয়ের দপ্তরের স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৫০১.১৬.০০২-১৯-৩১ তারিখ : ২৭/০২/২০২৩ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য ০২/০৩/২০২৩ইং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন লাংলিয়াছড়া ও রাবার ড্যাম পাবসস লিঃ এর মাধ্যমে পানি বন্টনের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পর্কিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্য বিবরণী অত্রসাথ মহোদয়ের বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১। কার্য বিবরণী - ০১ (এক) ফর্দ।

02.03.23

(মোঃ ইউসুফ হোসেন খান)
উপজেলা প্রকৌশলী
ফোন: ০২৯৯৬৬৮৬২৮৭
ই-মেইল: ue.sreemangal@lged.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
মৌলভীবাজার।

অনুলিপি : (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
০১। প্রধান প্রকৌশলী, , এলজিইডি, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,সিলেট বিভাগ, সিলেট ।
০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (ওএন্ডএম) আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,সিলেট অঞ্চল, সিলেট ।
০৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
০৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
০৮। উপজেলা ------------------------------------কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
০৯। চেয়ারম্যান --------------------------------------ইউপি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১০। সভাপতি/ সেক্রেটারী.....................................পাবসস লিঃ শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হস্তান্তরিত উপ-প্রকল্প সমূহের পানি বন্টন ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্য্যবিবরণী।

সভার মাসঃ মার্চ /২০২৩ইং, তারিখ: ০২/০৩/২০২৩ইং
সময়: সকাল ১১:০০ ঘটিকা, স্থান: উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, শ্রীমংগল, মৌলভীবাজার ।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজন করা হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পাবসসের সভাপতি/সম্পাদক ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সাথে লংলানদী রাবারড্যাম ও লাংলিয়াছড়ার পানি বন্টন সহ প্রতিটি উপ-প্রকল্প-এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্য বিষয়:

১। লংলানদী রাবারড্যাম ও লাংলিয়াছড়া উপ-প্রকল্পের উজানে অবস্থিত কামার গাওঁ নামক স্থানে নির্মিত (WRS) এর পানি বন্টন সম্পর্কিত আলোচনা।

২। উপ-প্রকল্প ও পাবসসের কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত বিরাজমান সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩। পাবসসের শেয়ার,সঞ্চয়,সদস্যবৃদ্ধি, নির্বাচন, নির্মিত অবকাঠামো সমূহের পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি বিষয়ক আলোচনা

৪। বিবিধ

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

লংলানদী রাবারড্যাম ও লাংলিয়াছড়া উপ-প্রকল্পের উজানে অবস্থিত কামার গাওঁ নামক স্থানে নির্মিত WRS এর পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা হয়। বিগত ৩১/০১/২০২৩ইং তারিখে লংলানদীতে স্থাপিত রাবারড্যামের রাবার ছিদ্র হয়ে সব পানি বেরিয়ে যায়। ফলে পানি সংকট দেখা দেয়। এলাকার উপকারভোগী কৃষক পানির অভাবে চাষাবাদ করতে পারছে না, ফলে জরুরী ভিত্তিতে IWRM এর বরাদ্দকৃত অর্থে নির্বাচিত ঠিকাদার দ্বারা রাবার মেরামত করা হয়।

সভায় উপস্থিত অভিযোগকারী কৃষক জিতেন্দ্র সরকার জানান বর্তমানে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কারণে চাষকৃত জমির ফসলে পানি পাচ্ছে।

লংলানদীর পানির উৎস্য ৩টি ১.লাংলিয়াছড়া ২. বিলাস নদী ৩. উদনাছড়া । উদনাছড়ায় বর্তমানে পানি নাই। বিলাস নদীর পানি কৃষক ব্যবহার করে চাষাবাদ করছে এবং বিলাস নদীরই কিছু পানি লংলানদী রাবারড্যামে জমা হচ্ছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় তাই পানির সংকট দূরীকরণের জন্য চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে কৃষকগণের উপস্থিতিতে লাংলিয়াছড়ায় নির্মিত ২ টি WRS এর উপর দিয়ে ৩ টি করে ৪"পাইপ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করে লংলানদী রাবারড্যামে জমা হয়েছে এবং উক্ত পানি দিয়ে উপকারভোগী কৃষকগণ বর্তমানে কৃষি কাজ করছেন।

সভাপতি, লংলানদী রাবারড্যাম জানান স্ট্রাকচার এর পাশ দিয়া একটি পই নালা খনন করা হলে কৃষকগণ উপকৃত হবে। সভায় সভাপতি আরো জানান উজানে নির্মিত স্ট্রাকচারের একটি গেইট ২" পরিমান তুলে রাখলে পানি সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে বলে প্রস্তাব করেন। সেই আলোকে মোছাব্বির সাহেব বলেন পানির স্বল্পতা হেতু প্রস্তাবনা কতটুকু সম্ভব হবে জানিনা তবে ২" পরিমান গেইট উপরে তুলে রাখলে কি পরিস্থিতি হবে তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

সভায় উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয় এবং আগামী ০৪/০৩/২০২৩ইং তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় এলাকায় উপকারভোগীগণ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে গেইট তুলে পানি সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চূড়ান্ত সমাধানের জন্য অদ্য ০২/০৩/২০২৩ইং অত্র উপজেলার ০৫ (পাঁচ) টি পাবসসের সভাপতি/সম্পাদক, মানব জমিন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের অভিযোগকারী কৃষক ও কামারগাঁও নামক স্থানে নির্মিত WRS পরিচালনাকারী আব্দুল মুছাব্বির (লোকমান), সদস্য সিন্দুরখাঁন ইউপি সহ উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় লাংলিয়াছড়া পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

সভায় জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সহিত সভা চলাকালীন মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

পাবসসের শেয়ার,সঞ্চয়,সদস্যবৃদ্ধি, নির্মিত অবকাঠামো সমূহের পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতদ বিষয়ে উপস্থিত সকল পাবসসের সভাপতি/সম্পাদক কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বসম্মত গৃহীত হয়।

অতপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

02.03.23

(মো:ইউসুফ হোসেন খান)
উপজেলা প্রকৌশলী
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
ue.sreemangal@lged.gov.bd

নথি নং: ৪৬.০২.৫৮৮৩.০০০.১৪.০৮৫.২২. ১৩৭ (২৭) তারিখ: 02/০৩/২০২৩ইং

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

০১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,সিলেট বিভাগ, সিলেট।
০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৪। যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। প্রকল্প পরিচালক, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি, মৌলভীবাজার।
০৭। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার।
০৮। উপজেলা ------------------------------------কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
০৯। সভাপতি/ সেক্রেটারী......................................পাবসস লি: শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

এলজিইডি, সমবায় ,প্রাণী,কৃষি, মৎস্য ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর সমূহ ও পাবসস'র মাসিক অগ্রগতির পর্যালোচনা সভায় সদস্যদের উপস্থিতি।

তারিখ : ০২/০৩/২০২৩ইং

সময় : সকাল : ১১.০০ ঘটিকা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
০১	জনাব-- মোঃ ইউসুফ হোসেন খান উপজেলা প্রকৌশলী শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	01708-161673	[signature] 02.03.23
০২	জনাব------------------------- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	—	—
০৩	জনাব-- [illegible] উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	01677-404152	[signature]
০৪	জনাব-- সন্তোষ [illegible] উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	০১৭১৫-৭৭৮৬৪২	[signature]
০৫	জনাব-- ডা: কর্ন চন্দ্র মল্লিক উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	01717-285753	[signature]
০৬	জনাব------------------------- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	—	—
০৭	জনাব------------------------- সহকারী প্রকৌশলী (SSWRDP) এলজিইডি মৌলভীবাজার	—	—
০৮	জনাব-- [illegible] উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	01718204919	[signature]
০৯	জনাব-- মো: [illegible] সোসিওলজিষ্ট, এলজিইডি, মৌলভীবাজার	০১ ৭১৮২৬৮৫ ৯০	[signature]
১০	জনাব-- মোঃ মোজাম্মেল হোসেন মৎস্য [illegible] উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SSWRDP) এলজিইডি মৌলভীবাজার	০১৭০০-৮২০৬২৭	[signature]
১১	জনাব-- [illegible] কমিউনিটি অর্গানাইজার, এলজিইডি শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	০১৭১১-৫৪৫৪০৭	[signature]

১২	জনাব-- [illegible] ফ্যাসিলিটেটর, SSWRDP-JICA-2, এলজিইডি শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	01531492435	[illegible]
১৩	জনাব-- [illegible] ফ্যাসিলিটেটর, SSWRDP-JICA-2, এলজিইডি শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	01881117403	[illegible]
১৪	জনাব - [illegible] সভাপতি, পাবসস, [illegible]	01766612238	[illegible]
১৫	জনাব - [illegible] সম্পাদক, পাবসস, [illegible]	01917882113	[illegible]
১৬	জনাব - [illegible] সভাপতি, পাবসস, [illegible]	01710711992	[illegible]
১৭	জনাব - [illegible] সম্পাদক, পাবসস, [illegible]	01743920447	[illegible]
১৮	জনাব - [illegible] সভাপতি, পাবসস, [illegible]	01712-341231	[illegible]
১৯	জনাব - [illegible] সম্পাদক, পাবসস, [illegible]	01750134055	[illegible]
২০	জনাব - [illegible] সভাপতি, পাবসস, [illegible]	01717281394	[illegible]
২১	জনাব - [illegible] সম্পাদক, পাবসস, [illegible]	01719231265	[illegible]
২২	জনাব - [illegible] সভাপতি, পাবসস, [illegible]	01715020480	[illegible]
২৩	জনাব [illegible] সম্পাদক, পাবসস, [illegible]	01717446660	[illegible]
২৪	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		

	জনাব [illegible] সদস্য - ৭ নং ওয়ার্ড, [illegible] ------------------------------------		[illegible]
	জনাব দিপেন্দ্র সরকার ------------------------------------	০২৮৫২২৯০৫ ১২৩	দিপেন
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		
	জনাব ------------------------------------ ------------------------------------		

পানির অভাবে পুড়ছে কৃষকের স্বপ্ন

এম ইদ্রিস আলী, শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) থেকে
(১ সপ্তাহ আগে) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার, ১১:৫৫ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ আপডেট: ১২:২৭ পূর্বাহ্ন

'হয় বিষের বোতল দেন। না হলে লাংলিয়া গাঙ্গের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দেন। চোখের সমানে এতো কষ্টের ফসল জ¦লে পুড়ে নষ্ট হচ্ছে। ঋণ কইরা ১০ কেয়ার (৩০ শতাংশে ১ কেয়ার) জায়গা করেছি। কিন্তু পানির অভাবে সব ক্ষেত চোখের সমানে নষ্ট অই যার। সব জায়গা ফাইট্টা এই অবস্থা। এখন যদি ক্ষেতে পানি না পাই সব জায়গার হালি জ¦লি যাইবগি। এই ক্ষতি কে দিব। কার কাছে গিয়া কইমু। এখন আমরা কি করমু স্যার।

এসব কথা বলে হাউমাউ করে আর্তনাদ করছিলেন-আশিদ্রোণ ইউনিয়নের মতিগঞ্জ এলাকার কৃষক জিতেন্দ্র সরকার (২৮)। তিনি চোখের পানি টলটল করে ফেলে অভিযোগ করেন- ৪নং সিন্দুরখাঁন ইউনিয়নের লোকমান মেম্বার লাংলিয়া ছড়া গাঙ্গের স্লুইস গেইটে পানি আটকে রেখেছেন। বাড়তি পানিটাও তারা পাচ্ছেন না। সেকারণে তাদের জায়গা জমি সব শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে। ধানের চারাও জ¦লে যাচ্ছে। এ অবস্থা শুধু কৃষক জিতেন্দ্র সরকারের নয়। শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনবীর, শ্রীমঙ্গল সদর ও আশিদ্রোণ ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের শত শত বিঘা জমির ফসল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে বহু কৃষকের। জমির ফসল বাঁচাতে এলাকার কৃষকেরা স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও কৃষিবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন সুরাহা পাচ্ছেন না।
ভুনবীর ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রিয়ন সরকার জানান, তিনটি ইউনিয়নের মানুষ লাংলিয়াছড়া গাঙ্গের পানির উপকারভোগী। এর মধ্যে রস্তমপুর, লইয়ারকুল, উত্তরসুর, ভুজপুরসহ আশপাশের এলাকায় প্রায় ৬০০ হেক্টর জমিতে এবছর বোরো চাষাবাদ হয়েছে। কিন্তু উজানের পানি আটকে রাখায় ফসলের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। বিষয়টি দ্রুত সুরাহার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

সরজমিনে রোববার (১৯ ফেব্রুয়ারি) ফসলের মাঠে গিয়ে দেখা যায়, শ্রীমঙ্গলের উজানে সেচের পানি আটকে দেয়ায় চলতি বোরো ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বৃষ্টির দেখা নেই। রোদে শুকিয়ে যাচ্ছে জমি। রোদে পুড়ে বিবর্ণ হয়েছে বোরো ধানের চারা। জমি চাষ, শ্রমিকের মজুরি, তেলের দাম বৃদ্ধি, সার ও কীটনাশকের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়ে গেছে উৎপাদন খরচ। ফলে ধান উৎপাদনে কষকের স্বপ্ন পরণ হবে সে আশা এখন গুঁড়েবালি। খেতে বোরো চারা রোপণের পর এখন পানির অভাবে

মাটি ফেটে চৌচির হওয়ায় স্থানীয় কৃষকের মাথায় হাত পড়েছে। বৃষ্টির দিকে চেয়ে আছে মানুষসহ প্রাণীকুল। লাগানো জমিতে ধান বাঁচাতে মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষক।

মাঘে মেঘে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষক সময়মতো জমিতে বোরো রোপণ করতে পারছে না। দেরি করে ছড়া, গাঙ, ডোবা, খাল নালার পানি সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে রোপণ করলেও লোডশেডিং ও রোদে পুড়ে বিবর্ণ হয়েছে বোরো ধানের চারাগুলো। ফেটে চৌচির হচ্ছে আবাদি জমি।

উপজেলার ভুনবীর, শ্রীমঙ্গল ও আশিদ্রোণ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ফসলের মাঠ ঘুরে দেখা যায়, উজানের পানি না আসায় এবছর বোরো ক্ষেত ফেটে চৌচির হয়ে আছে। কোথাও বৃষ্টির ছিটেফোটা নেই। এ সময় রোপণকৃত জমি বৃষ্টির পানিতে জলমগ্ন থাকার কথা থাকলেও আবাদি জমি ফেটে চৌচির হয়েছে। বৃষ্টির জন্য দিন গুনছেন তারা। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন কখন হবে বৃষ্টি। কয়েকজন আবার সেচ পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ করলেও এখন লোডশেডিং এর কারণে সময়মতো পানি দিতে পারছেন না। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়লেও ভালো ফলনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন কৃষকেরা।

অনেক কৃষক জমি চাষ করে রাখলেও পানির অভাবে রোপণ করতে পারছেন না। সেচ ব্যবস্থা না থাকায় পানির অভাবে জমিগুলো পতিত রয়েছে। বোরো রোপণের জন্য তৈরি বীজতলায় ধানের চারা নষ্ট হচ্ছে। অনেক কৃষক এসব ধানের চারা গোবাদি পশুকে খাওয়াচ্ছেন।

বিলাসের পাড় গ্রামের কৃষক সিরাজুল ইসলামের সাথে দেখা হয় তার ফসলের ক্ষেতে। তিনি তার ক্ষেত পানির অভাবে ফেটে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে বলেন- উজানে লাংলিয়াছড়া রাবারডামে পানি আটকিয়ে রেখেছে সিন্দুরখান ইউনিয়নের লোকমান মেম্বার। রাবারডামের (ওভার) অতিরিক্ত পানিটা বিলাস গাঙে তারা আসতে দিচ্ছে না। আটকে রেখেছে। তিনি এ প্রতিবেদককে জানান, তাদের এলাকার ধানিজমিনে গিয়ে দেখবেন ধানের চারার নাকে নাকে পানি। অথচ আমরা চাচ্ছি একটা সপ্তাহর জন্য পানি দেন। তারা কথা শুনছেন না। বাড়তি পানি ছাড়েন না। আমি ঋণ করে ৮ কের জমিন করেছি। জমিনে একফোঁটা পানি নেই। সব জমিন ফাইট্টা বিনাশ। পানি না পেলে ক্ষেত (অইত) হবে না। সবেরেই একই অবস্থা'।

বিলাসের পাড়ের কৃষক ওসমান আলী (৩৫) বলেন, আমরার এই হাইল হাওরের সব জায়গাজমিন পানির লাগি শুকনা পড়ি থাকছে। আমরা এই সমস্ত জমিনে পানি দিতাম পারছি না। সব জায়াগা শুকনা। অনেকে ফসল লাগাতে পারছে না। যারা কষ্ট করে কিছু জমিনে ধান লাগিয়েছে। এখন পানি দিতে না পারায় নষ্ট হচ্ছে। জমিন ৬ কেয়ার করেছি। এর মাঝে এ কের ক্ষেতে পানি লাগাইতে পারছি। আর সব শুকনা। বড় সমস্য হলো উজান থেকে পানি বন্ধ করে রাখি দিছে। লাংলিয়াগাঙ্গের রাবার ডাম বিলাসের গাঙ্গের মাথা। সেখান থেকে পানি আমরা একেবারেই পাচ্ছি না। চেয়ারম্যান মেম্বার অনেকেরই জানিয়েছি কোন সমাধান পাচ্ছি না।

পূর্ব লইয়ারকুল গ্রামের মো.শামীম বলেন,পানির সমস্যা আজকে প্রায় ১৫ দিন ধরে। ক্ষেত ফাইট্টা শুকাইগেছেগি। কোন উপায় না দেইখা বিলাস গাঙ্গে মেশিন লাগিয়ে প্রায় দেড় মাইল দূরে আরেক গাঙে পানি ফালাইতাছি। ওই গাঙ্গ থেকে আবার মেশিন দিয়ে পানি তুলতে হবে। তুলে ক্ষেতে দিতে হবে। তেলখরচ বাদে দিনরাতে মেশিন পেছনে ১ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে।

পাঁচটা মেশিনে পানি তোলা হচ্ছে। ১১০ টাকা লিটার ডিজেল কিনতে হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকগন জানান- ভুনবীরবন, গোপালপুরের বন, রস্তমপুর, আলীসারকুলের বন, উদনারপাড়ের বন, বিলাসের পাড়ের উত্তর-দক্ষিণ পাশ, মতিগঞ্জের উত্তর, দক্ষিণ পাশের বন, উদনার গাঙে ওপার, আশিদ্রোনের বন, তিতপুরের বন, শ্রীমঙ্গল সদর ইউনিয়নের আমনাতপুরের বন, উত্তর উত্তসুরের বন কয়েকশ' বিঘা জমিতে বোরো ফসল তারা করেছেন। কৃষক জয়নাল আবেদীন, কামাল হোসেন আরো জানান- অন্যান্য বছর বিলাস গাঙে অঢেল পানি আসতো। এ বছর উজানে স্লুইসগেটে অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রেখেছে। ফলে বিলাস গাঙ্গে পানি আসছে না।

উজানে তাদের এলাকার জমিনে গিয়ে দেখবেন- ধানের চারাগাছে নাকে নাকে পানি লাগানো। আমরা তাদের অনুরোধ করছি, এক রাত আমাদেরকে পানি দিতে। তারা পানি দিলে তাদের ফসলের কোন সমস্যাও হবে না। তাদের পানির অভাব নাই। আমরা চাইছি বাড়তি পানিটা। ওই পানিটা ছেড়ে দিলে

আমরাও বাঁচি তারাও বাঁচে। এখন তারা আমাদের বাঁচতে দিচ্ছে না । তারা সব পানি আটকিয়ে রেখে দিছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে ৪নং সিন্দুরখান ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বার লোকমান বলেন- আমি পানি দেয়ার কেউ নই। লাংলিয়াছড়া ও জাসমী রাবারডামের দুটি মিলে পাবস সমবায় সমিতি আছে। এ সমিতির আমি কিছু না। এর একটি কমিটি রয়েছে। ওয়ার্ড মেম্বার হিসেবে জনগণ আমাকে পানি দেয়ার জন্য ধরে। আমি এ স্লইস গেটের তত্ত্বাবধান করি। এখন স্লুইস গেইটের পানি ছেড়ে দিলে সে পরিমাণ পানি জমাতে কমপক্ষে ১৫ দিন সময় লাগবে। তখন কোন এলাকারই ফসল রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। তবে অন্যান্য বছর পানি সুষমবণ্টনে সমস্যা হয়নি এবছর কেন হচ্ছে-এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভানুলাল রায় বলেন- একটা সাময়িক সমাধান করে আসছি। বাড়তি পানি আসার জন্য জামসী এবং লাংলিয়া ছড়া স্লুইসগেটের উপরি ভাগে তিনটি করে ৬টি পাইপ বসানো হবে। তিনি বলেন- লাংলিয়াছড়া গেটে একবার সম্পূর্ণভাবে খুলে না দিলে তিনটি ইউনিয়নের কৃষকরা তাদের জমিতে পানি সমস্যা মিটাতে পারবেন না। আপাতত ১২ ইঞ্চি পানি দেওয়া হবে। এ দিয়ে কতটুকু কাভার হবে জানি না। কিন্তু উদনা ছড়ায় মনে হয় যথেষ্ট পানি আছে। সেখানের শ্যালো মেশিনগুলো চার পাঁচদিন বন্ধ করে রাখা হলে হয়তো সমস্যা কেটে যেতে পারে।

বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শঙ্কা

উপজেলার ভুনবীরবন, গোপালপুরের বন, রস্তমপুর, আলীসারকুলের বন, উদনারপাড়ের বন, বিলাসের পাড়ের উত্তর-দক্ষিণ পাশ, মতিগঞ্জের উত্তর, দক্ষিণ পাশের বন, উদনার গাঙ্গে ওপার, আশিদ্রোনের বন, তিতপুরের বন, শ্রীমঙ্গল সদর ইউনিয়নের আমনাতপুরের বন, উত্তর উত্তসুরের বন কয়েকশত বিঘা জমিতে এখন ধানের জমি সবুজে ভরে গেছে। তবে, পানির অভাবে অধিকাংশ ধানক্ষেত ফেটে এখন চৌচির। সদ্য রোপণ করা ধানের চারা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। অনেক কৃষক মটর ও শ্যালো মেশিনের সাহায্যে পানি দিয়ে ধান রোপণ করছেন। কিন্তু জমিতে পানি দেওয়ার সাথে সাথেই আবার জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। তেলের দাম বৃদ্ধিতে এখন পানি দেয়া নিয়েও দুশ্চিন্তায় কৃষক। এতে তাদের বাড়তি খরচ গুণতে হচ্ছে।

অনেকেই জানান, জমিতে শ্যালো মেশিনে সেচ দিতে হচ্ছে। এতে তাদের বাড়তি খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক কৃষক জানান, ফসলের ক্ষেত ফেটে চৌচির হওয়ায় জমির ফসল নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। পানির অভাবে জমি চাষ করে রাখলেও বোরো ধান লাগাতে পারছেন না। অনেকেরই জমি পতিত পড়ে আছে। কৃষকদের অভিযোগ পানির সমস্যাটা আগেভাগে সমাধানের উদ্যোগ নিলে বোরো আবাদে লক্ষ্যমাত্র অর্জনে কোন বিঘ্ন ঘটতো না।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি আমন মৌসুমে উপজেলায় ১০ হাজার ৯৫১ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৯ হাজার ৯১০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। বৃষ্টি না হওয়া ও পানি সংকটের কারণে লক্ষমাত্রা অর্জনে সমস্যা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মহিউদ্দিন জানান- আজকে (সোমবার) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সিন্দুরখান ইউপি চেয়ারম্যানসহ আমি নিজে জামসী ও লাংলিয়াছড়া রাবারডামের সভাপতি সম্পাদকদের নিয়ে সরেজমিনে লাংলিয়াছড়া স্লুইসগেইটে পরিদর্শনে যান। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে-আপাতত লাংলিয়াছড়া ও জামসি স্লুইসগেটে তিনটি করে মোট ছয়টি প্লাস্টিকের পাইপ বসানো হবে। তবে এ সিদ্ধান্তে পানি সমস্যর কতটা লাঘব হবে- এ নিয়ে তিনি আশারবানী শুনাতে পারেনি।

তিনি বলেন-এ চলতি মৌসুমে তুলনামূলক কম বৃষ্টি হওয়ায় বোরো চাষ করার বিষয়ে কৃষকদের সম্পূরক সেচের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন।